মেহেরপুর জেলার সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প:

ভূমিকা: উৎপাদনমুখী ও টেকসই সমবায় সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা। উৎপাদনমুখী ও টেকসই সমবায় সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাপনের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত পর্যন্ত জনগোষ্ঠী কিছু নাগরিক সুবিধা ভোগ করে, যা গ্রামের মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিদ্যুৎ, পাইপলাইনের মাধ্যমে রান্নার জন্য গ্যাস, ক্যাবল টিভির সম্প্রচার, ইন্টারনেট ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সেবার বেশির ভাগ থেকেই গ্রামের মানুষ বঞ্চিত থাকে। অন্যদিকে গ্রামের মানুষ সবুজ প্রকৃতি, বিশুদ্ধ বাতাস, উন্মুক্ত খেলার মাঠ, তাজা শাকসবজি এবং দূষণমুক্ত পরিবেশের সুবিধা পেলেও শহরে বসবাসকারী নাগরিকগোষ্ঠী তা থেকে বঞ্চিত হয়। জীবন যাপনের এই ব্যতিক্রমধর্মী বৈচিত্র্য থাকলেও বাংলাদেশের বেশিরভাগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিত্যদিনের সঙ্গী হচ্ছে দারিদ্র্য। গ্রামের মানুষ নানামুখী দারিদ্র্যের সঙ্গে বসবাস করে। পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশগত দারিদ্র্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য, মানবাধিকার ও আয় বৈষম্যজনিত দারিদ্র্যসহ নানামুখী প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় গ্রামের মানুষকে।

বাংলাদেশের চিরাচরিত গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর একটি অন্যতম রূপ হচ্ছে সংঘবদ্ধ থাকা। পরিবার প্রথা ভিত্তিক গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূল শক্তি হচ্ছে সম্মিলিত উদ্যোগ, সামাজিক বন্ধন এবং সমষ্টিগত উন্নয়ন। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায় দর্শন বেশ টেকসই এবং কার্যকরী হাতিয়ার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিচ্ছিন্নভাবে সমবায় ব্যবস্থা প্রায় শতাধিক বছর যাবৎ গ্রামীণ দারিদ্র্য লাঘবে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে তিন-স্তর বিশিষ্ট সমবায় বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন পেশার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করে সমবায়ের মাধ্যমে এগিয়ে চলার পথ দেখায়। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষক সমবায়, জেলে সমবায়, তাঁতী সমবায়সহ নানা ধরনের পেশাভিত্তিক সমবায় সংগঠন গড়ে উঠে। এসব সমবায় সমিতির যেমন সাফল্য ছিল তেমনি নানামুখী দুর্বলতা/ব্যর্থতাও কম ছিল না। ষাটের দশকে তিন-স্তর বিশিষ্ট সমবায়ের পাশাপাশি দ্বিস্তর সমবায়ের যাত্রা শুরু হয়। মূলত আখতার হামিদ খান দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়ের প্রবর্তন করেন। এ ধরনের সমবায় মডেলের আওতায় গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতিগুলোর সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ের কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আশির দশকের

শুরুর দিকে এ ধরনের দ্বিস্তর সমবায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটলেও বিংশ শতকের শুরুর দিকে সমবায়ের এ ধারাটিও মুখ থুবড়ে পড়ে। ১৯০৪ সন থেকে শুরু হয়ে ২০০৪ সন পর্যন্ত সমবায় পদ্ধতির নানামুখী প্রয়োগ লক্ষ করা গেলেও কার্যত টেকসই সমবায় মডেল গড়ে উঠেনি। সমবায় সেক্টরে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হলেও জাতীয়ভাবে টেকসই গ্রাম উন্নয়নের কার্যকর পদ্ধতি লক্ষ করা যায়নি। অথচ বিশ্বব্যাপী সমবায় একটি স্বীকৃত উন্নয়ন কৌশল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাপক সফলতা অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার অন্যতম খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি দেয়া হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই সমবায়কে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের আওতায় সমবায়কে অন্যতম কৌশলিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে সমবায়কে বেছে নেয়া হয়। ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় সমবায় ভিত্তিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে এ গবেষণার সফল পরিসমাপ্তি শেষে ২০০৫ সনে যখন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কাছে জাতীয় ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়নের জন্য হস্তান্তর করা হয় তখন বাংলাদেশে সমবায়ের সাফল্য ব্যর্থতার ১০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ রকম একটি সময়ে দেশের ২১টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে জাতীয়ভাবে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়ে ২০০৯ সনে ২য় পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশলের মধ্যে রয়েছে-

মেহেরপুর জেলার সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের চিত্র:

ক্র. নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ	প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা
০১.	মেহেরপুর সদর	আশ্রয়ণ প্রকল্প	১০,০০,০০০/-	২৪০ জন
	গাংনী	আশ্রয়ণ (ফেইজ-২)	৩,৫০,০০০/-	৬৯ জন
০২.	গাংনী	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন	--	৩৪ টি
	মুজিবনগর	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন	--	১২ টি
০৩.	মেহেরপুর সদর	দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন	১৫,৭৫,০০,০০০/-	১৫০০ জন
০৪.	মেহেরপুর সদর	সিআইজ কৃষি	--	১৫৭ টি
	গাংনী	সিআইজ প্রাণী	--	৪৮ টি
	মুজিবনগর	সিআইজ মৎস্য	--	৪১ টি